أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ل)

www.motaher21.net

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

যারা মহান আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে,

The parable of those who spend their substance in the way of Allah,

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যকণা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান, তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ।

২৬১ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ব্যা করার প্রতিদান

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে সে বড়ই বরকত ও সাওয়াব লাভ করে। তাকে দশ থেকে সাতশ' গুণ প্রতিদান দেয়া হয়। সা 'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ্‌র বাধ্যতার প্রমাণস্বরূপ খরচ করা। মাকহুল (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া লালন-পালন করা, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে অন্যান্য কার্যাবলীসমূহ। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-৩/১০৪৭) এখানে সাত শতের উল্লেখ করা হয়েছে আপেক্ষিক হিসাবে, মূল বিষয় হচ্ছে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা। মহান আল্লাহ্‌ উত্তম 'আমলকারীর উদাহরণ দিচ্ছেন যে, তাদের 'আমল হচ্ছে যেন এক একটি শস্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজে উৎপন্ন হয়ে থাকে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশ' শস্যদানা। কি মনোমুগ্ধকর উপমা ' একের বিনিময়ে সাতশ' পাবে সরাসরি এই কথার চেয়ে উপরোক্ত কথা ও উপমার মধ্যে খুব বেশি সূক্ষতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং ঐদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎ কার্যাবলী মহান আল্লাহ্‌র নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন বপনকৃত বীজ জমিতে বাড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مازَ أَذًى، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا، وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ

'যে ব্যক্তি নিজের উদ্‌বৃত্ত জিনিস আল্লাহ্‌র পথে দান করে, সে সাতশ' পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ওপর ও পরিবারবর্গের ওপর খরচ করে সে দশগুণ পুণ্য লাভ করে। যে রোগগ্রস্ত ব্যাক্তিকে পরিদর্শন করতে চায় তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যে পযন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে।' (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -১/১৯৫,১৯৬, আল মাজমা 'উয যাওয়ায়িদ-২/৩০০, সুনান নাসাঈ -৪/৪৭৭/২২৩২) এই হাদীসটি আবূ 'উবাইদাহ (রাঃ) সেই সময় বর্ণনা করেন যখন তিনি কঠিন রোগে ভুগছিলেন এবং লোকেরা যখন তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ রাত কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, রাত্রি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ছিলো। এই কথা শুনা মাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার এ রাত্রি কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা, আমি এই কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট শুনেছি। মুসনাদ আহমাদের আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী দান করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লোকটি কিয়ামতের দিন সাত কোটি লাগাম বিশিষ্ট উষ্ট্রী প্রাপ্ত হবে। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৪/১২১)

তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরো বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বলেনঃ হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! এটি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কিয়ামত দিবসে তুমি এ জন্য সাত শতটি উট প্রাপ্ত হবে। (সহীহ মুসলিম-৩/১৩২/১৫০৫, সুনান নাসাঈ -৬/৩৫৬/৩১৮৭, সুনান দারিমী-২/২৬৮/২৪০২) ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، يَقُولُ اللَّهُ :إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ :فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ولخُلُوف فِيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

‘মহান আল্লাহ্ বানী আদম (আঃ) -এর প্রতিটি সাওয়াবকে দশটি সাওয়াবের সমান করে দিয়েছেন এবং তা বাড়তে বাড়তে সাতশ’ পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘এটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিবো। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু’ টি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ মহান আল্লাহ্র নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দীয়। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ - ১/৪৪৬,আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-৩/১৭৯) অন্য হাদীসে একটু বেশি আছে যে, সায়িম শুধু আমার সন্তুষ্টির জন্যেই সাওম পালন করে থাকে। আর শেষে রয়েছে যে, সাওম ঢাল স্বরূপ।’ (মুসনাদ আহমাদ ২/৪৪৩, সহীহ মুসলিম ২/৮০৭)

একটি হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ.

সালাত, সাওম ও মহান আল্লাহ্র যিকির ও মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করার পুণ্য সাতশ’ গুণ বেড়ে যায়। (হাদীসটি য ‘ঈফ। সুনান আবূ দাউদ-৩/৮/২৪৯৮, মুসতাদরাক হাকিম-২/৭৮, সুনান বায়হাক্বী-৯/১৭২, হাদীসটি য ‘ঈফ তারগীব ও ওয়াত তারহীব-৮০৮) মুসনাদ ইবনু আবি হাতিমের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জিহাদে কিছু অর্থ সাহায্য করে, সে নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও তাকে একের পরিবর্তে সাতশ’ খরচ করার পুণ্য দেয়া হয়। আর যদি নিজেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে একটি দিরহাম খরচ করার বিনিময়ে এক লাখ খরচ করার পুণ্য দেয়া হয়। অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ ﴿وَاللّٰهُيُضٰعِفُلِمَنْيَّشَآءُ﴾ আর মহান আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। ’ (সানাদ য ‘ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৯২২/২৭৬১) এ বিষয়টি নির্ভর করে বান্দার একাগ্রতা ও কার্যাবলীর ওপর। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি ﴿منذاالذىيقرضالله﴾ এ আয়াতের তাফসীরে লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে যে, একের বিনিময়ে দুই কোটি পুণ্য পাওয়া যায়।

তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই এর হাদীসে রয়েছে যে, যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু ‘আ করেন যে, হে মহান আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে আরো কিছু প্রদান করুন। তখন منذاالذىيقرضالله আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় এই প্রার্থনাই জানালে انمايوفىالصابرونااجرهمبغيرحساب ‘নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দেয়া হয়ে থাকে।’ (৩৯ নং সূরাহ আয যুমার, আয়াত-১০) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং বুঝা গেলো যে ‘আমলে

যে পরিমাণ খাঁটিত্ব থাকবে সেই পরিমাণই পুণ্য বেশি হবে। (হাদীসটি য ‘ঈফ। সহীহ ইবনু হিব্বান-৭/৭৯/৪৬২৯, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-৩/১১২)

অতঃপর বলা হয়েছেঃ ﴿وَاللّٰهُوَاسِعٌعَلِيْمٌ﴾ মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য বিপুল দাতা ও মহাজ্ঞানী। অর্থাৎ তাঁর সাহায্য তাঁর সৃষ্টির সকলের জন্য ব্যাপ্ত, কে তাঁর সাহায্য পাবার যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় সেই বিষয়েও তিনিই জানেন। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র মহান আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

ইতিপূর্বে ৩২ রুকূ’ তে যে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা চলেছিল এখানে আবার সেই একই প্রসঙ্গে ফিরে আসা হয়েছে। সেখানে সূচনা পূর্বেই ঈমানদারদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল, যে মহান উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, তার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিজের দলগত বা জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিছক একটি উন্নত পর্যায়ের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্পাদনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে না। বৈষয়িক ও ভোগবাদী লোকেরা, যারা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য জীবন ধারণ করে, এক একটি পয়সার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ানের প্রতি সবসময় শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলে, তারা কখনো মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য কিছু করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য তারা কিছু অর্থ ব্যয় করে ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বংশীয় বা জাতীয় বৈষয়িক লাভের হিসেব-নিকেশটা আগেই সেরে নেয়। এই মানসিকতা নিয়ে এমন একটি দ্বীনের পথে মানুষ এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না, যার দাবী হচ্ছে, পার্থিব লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে নিছক আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে নিজের সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হবে। এই ধরনের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভিন্নতর নৈতিক বৃত্তির প্রয়োজন। এ জন্য প্রসারিত দৃষ্টি, বিপুল মনোবল ও উদার মানিসকতা বিশেষ করে আল্লাহর নির্ভেজাল সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আর এই সঙ্গে সমাজ জীবনে এমন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, যার ফলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী নৈতিকতার পরিবর্তে উপরোল্লিখিত নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হবে। তাই এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী তিন রুকূ’ পর্যন্ত এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়েছে।

ধন-সম্পদ যদি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করা হয় অথবা পরিবার-পরিজন ও সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষনের বা আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা করার জন্য অথবা অভাবীদের সাহায্যার্থে বা জনকল্যাণমূলক কাজে এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে, যে কোনভাবেই ব্যয় করা হোক না কেন, তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা হয় তাহলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যে গণ্য হবে।

অর্থাৎ যে পরিমাণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে মানুষ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদানও তত বেশী ধার্য হবে। যে আল্লাহ একটি শস্যকণায় এত বিপুল পরিমাণ বরকত দান করেন যে, তা থেকে সাতশোটি শস্যকণা উৎপন্ন হতে পারে, তাঁর পক্ষে মানুষের দান-খয়রাতের মধ্যে এমনভাবে বৃদ্ধি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করা যার ফলে এক টাকা ব্যয় করলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিদানে সাতশো গুণ হয়ে ফিরে আসবে, মোটেই কোন অভাবনীয় ও কঠিন ব্যাপার নয়। এই বাস্তব

সত্যটি বর্ণনা করার পর আল্লাহর দু’ টি গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। একটি গুণ হচ্ছে, তিনি মুক্তহস্ত। তাঁর হাত সংকীর্ণ নয়। মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষে যতটুকু উন্নতি, বৃদ্ধি ও প্রতিদান লাভের যোগ্য, তা তিনি দিতে অক্ষম, এমনটি হতে পারে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি কোন বিষয়ে বেখবর নন। যা কিছু মানুষ ব্যয় করে এবং যে মনোভাব, আবেগ ও প্রেরণা সহকারে ব্যয় করে, সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত থাকবেন, ফলে মানুষ যথার্থ প্রতিদান লাভে বঞ্চিত হবে, এমনটিও হতে পারে না।

অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা ‘আলার রাস্তায় দান-সদাকাহ করার ফযীলত ও দান-সদাকাহর প্রতিদান বাতিল হয়ে যায় এমন কিছু কর্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

যারা আল্লাহ তা ‘আলার পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে অর্থাৎ দীনের ইলম প্রসারে দান করে, হাজ্জ, জিহাদ, ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়্যতে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ খরচ করে। মোটকথা এতে ঐ সকল উপকারী উৎস অন্তর্ভুক্ত যা মুসলিমদের কল্যাণে আসে। তাদের উপমা হল- কেউ গমের একটি দানা উর্বর জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো যে, একটি দানা থেকে সাতশত দানা অর্জিত হল। এ মহান ফযীলতের হকদার তারাই হবে যারা দান করার পর খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না। অর্থাৎ দান করার পর বলে না- আমি দান ও সাহায্য-সহযোগিতা না করলে তোমার দুঃখ-কষ্ট দূর হত না, তোমার স্বচ্ছলতা ফিরে আসতো না, তুমি অভাব-অনটনেই থাকতে- এখন তুমি আমার সাথে বাহাদুরি কর... ইত্যাদি। আর এমন কোন কথা ও কাজ করবে না যার কারণে তারা কষ্ট পায়। এ বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। অনেক বিত্তশালী রয়েছে যারা অভাবীদেরকে সহযোগিতা করে আবার এমন আচরণ করে যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি খুব ব্যথিত হয়। আর ঐ বিত্তশালীর প্রভাবের কারণে সে কিছু বলতেও পারে না।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. খালেস নিয়্যতে আল্লাহ তা ‘আলার পথে দান করার ফযীলত অবগত হলাম।